দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 JUN 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

28 JUN 1988

00 043

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৯৫ : ২৮শে জুন, ১৯৮৮

শিক্ষা : নতুন করে ভাবতে হবে

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ঘোষণা করেছেন যে, শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সরকার বদ্ধ-পরিকর। মীরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক ভবন উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট একটি শিক্ষিত জাতি গঠনের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা চল্লিশ জনে উন্নীত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজের সহযোগিতা আহ্বান করেন। আমরা প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। বস্তুত শিক্ষার বিকাশ ব্যতিরেকে জাতি হিসাবে একটি মর্যাদাজনক অবস্থানে পৌঁছার কোন সম্ভাবনা নেই এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান হতাশা কাটানো একটা আমূল পরিবর্তন ভিন্ন অকল্পনীয়।

সাধারণ শিক্ষা বা নেহাত লিখতে-পড়তে পারার কথাই যদি ধরা হয়, আমাদের অবস্থান কোন বিবেচনাতেই সন্তোষজনক গণ্য হতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে দেশে শিক্ষিতের হার কুড়ি শতাংশ বলে উল্লিখিত হয়ে এলে সাম্প্রতিক কোন কোন হিসাবে দেখা যায়, এ সংখ্যা সতের কিংবা তার কাছাকাছিতে নেমে এসেছে। সাধারণ শিক্ষার এ নিম্নগতি চরম হতাশাই ছড়ায়। ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার তথা উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। সাধারণ শিক্ষার বিস্তারই কেবল সার্বিক উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। আমাদের এই প্রাথমিক শিক্ষার সংকট নিরসনের প্রতিই প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি, দ্রুত এবং প্রকৃত সাফল্য যদি আমাদের কাম্য হয়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের আশ্রয় নিতে হবে। একটি দরিদ্র দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই।

উচ্চশিক্ষার অবস্থাও কম হতাশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষার মানের অধোগতি এবং শিক্ষার নামে জীবনের অপচয় প্রভৃতি সংকটের কথা বাদ দিলেও নেহাত সুযোগের প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। চিকিৎসা, প্রকৌশল প্রভৃতি ব্যয়বহুল বিশেষ শিক্ষার সুযোগ সংগত কারণেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অবস্থাটাও এই দাঁড়িয়েছে যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনশ' আসনের জন্যে প্রার্থীর সংখ্যা আটাশ হাজার। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী এই বিপুল সংখ্যক তরুণের আশ্রয় কোথায় তা আমাদের অজানা।

এই অবস্থার অবসানে সর্বাত্মক প্রয়াস অপরিহার্য। শিক্ষাব্যবস্থায় নকল প্রবণতা আজ সত্যি সত্যি একটি বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়েছে। যা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই হুমকির সম্মুখীন করেছে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় সুশৃংখলা আনার জন্য আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়েও গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে।

এতসব বিপত্তি কাটিয়ে যেটুকু শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্নের শেষ নেই। শিক্ষার লক্ষ্য কেবল একটি সনদ অর্জন নাকি ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, এমন প্রশ্নও এড়ানো যায় না। শিক্ষার দক্ষতা বিকাশের সঙ্গে যে সুসংস্কৃত ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয় অধুনা তা দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় শিক্ষা নিয়ে, তার লক্ষ্য এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে, নতুন করে ভাবা অপরিহার্য জাতীয় দায়িত্বে পরিণতি পেয়েছে। প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণা যদি তেমন চিন্তার আভাস হয়, আমরা মনে করি, কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রই এতে আশ্বস্ত বোধ করবেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার সংস্কার অবশ্যই জটিল দায়িত্ব, তবে যত জটিলই হোক, একে এড়িয়ে চলার কোন উপায় নেই।